সংবাদ

তারিখ 01 FEB 2007
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষা-বাণিজ্য

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের কাঠামোগত অবস্থা ও শিক্ষার গুণমান বিবেচনায় না এনে ব্যবসায়িক দিক বিবেচনা করে শিক্ষার্থী ভর্তি করছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার শর্তাবলি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পূরণ করছে না। মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক বার বার তাগিদ দেয়া হলেও তা উপেক্ষা করে ক্যাম্পাস ও প্রয়োজনীয় লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরি ছাড়াই বেশকিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সব মিলিয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেকেই সার্টিফিকেট বিক্রির ব্যবসা করছে এবং উচ্চশিক্ষাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলেছে।

অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নিয়মনীতি ভঙ্গ করে শুধু বিবিএ ও এমবিএ বিষয়ে মাত্রাতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি, শিক্ষা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। অন্যান্য বিষয়ে নামমাত্র ছাত্র ও শিক্ষক রয়েছে। অন্যদিকে যাদের ভর্তি করা হচ্ছে, তারা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার উপযুক্ত কি না সে ব্যাপারেও প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। মঞ্জুরি কমিশন উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অনৈতিক ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি নিয়ন্ত্রণের কথা বলেছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যাতে মৌলিক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি গুরুত্ব আরোপের পাশাপাশি ভর্তি প্রক্রিয়ায়, শিক্ষা ব্যবস্থায় ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনায় মঞ্জুরি কমিশনের নীতিমালা মেনে চলে সে জন্য সরকারকে পদক্ষেপ নিতে বলেছে। কমিশনের নীতিমালা অমান্য করলে ব্যবস্থা নেয়ার ব্যাপারে কমিশনের অসহায়ত্ব বার বার প্রকাশ করা হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কমিশনের নীতিনির্দেশের কোন তোয়াক্কা করে না বলেই কমিশন সরকারের কাছে আবেদন করেছে।

দেশে উচ্চশিক্ষার চাহিদা ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা অপ্রতুল হওয়ায় মঞ্জুরি কমিশন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেয়ার জন্য সরকারকে অনুরোধ করে। সে অনুযায়ী সরকার ১৯৯২ সালে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ জারি করে। এসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার শর্তে বলা আছে, প্রারম্ভিক পর্যায়ে কোন স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় অস্থায়ীভাবে স্থাপন করা যাবে। কিন্তু পাঁচ বছরের মধ্যে তা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত তার নিজস্ব ন্যূনতম পাঁচ একর পরিমাণ ভূমি ও পর্যাপ্ত অবকাঠামোর মধ্যে স্থাপন করতে হবে। শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য নির্ধারিত আসনের শতকরা ৫ ভাগ দরিদ্র অথচ মেধাবী ছাত্র ভর্তির জন্য সংরক্ষণ করতে হবে এবং এসব শিক্ষার্থীকে বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ দিতে হবে। প্রায় সবকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ই এসব শর্ত মানেনি বলে মঞ্জুরি কমিশনের তদন্ত রিপোর্টে আবারও উল্লেখ করা হয়েছে।

বিগত বিএনপি-জামায়াত সরকারের পাঁচ বছরে ৩৭টি নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ঢালাও অনুমোদন দেয়ার পর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫২টিতে। দু'বছর পর কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর আসাদুজ্জামানের নেতৃত্বে একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি দেশের সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম মূল্যায়ন করে ৭টি নিম্নমানের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ করে দেয়ার সুপারিশ করে। কিন্তু তা না করে আরেকটি তদন্ত কমিটি একজন বিচারপতির নেতৃত্বে গঠন করে ৬টি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করার কথা থাকলেও তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর ৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের ঘোষণা দেয়। তবে শুধু ৫টি নয়, ৫২টির মধ্যে যে অধিকাংশই এখন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেনি তা মঞ্জুরি কমিশনের রিপোর্ট থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার শর্তাবলি মেনে যোগ্যতা অর্জনের কোন উদ্যোগ বা সামর্থ্যও অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের নেই। তারপরও প্রতিষ্ঠানগুলো উচ্চহারে ফি আদায় করে মাত্র দু'তিনটি বিষয়ে সার্টিফিকেট বিতরণ করছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের 'উদ্যোক্তা'রা তৎকালীন সরকারের ঘনিষ্ঠজন বলেই অনুমতি পেয়েছিলেন। এ ধরনের শিক্ষা-বাণিজ্য বন্ধ করার কোন আইনি ক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের না থাকায় কাজটির দায়িত্ব সরকারের ওপর বর্তেছে। এখন নিম্নমানের যে সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শর্ত ভঙ্গ করে চলেছে সেগুলো হয় সরকারি উদ্যোগে বন্ধ করে দিতে হবে, নয়তো মঞ্জুরি কমিশনকে আইন প্রয়োগের ক্ষমতা দিতে হবে।